রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ৯, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৯ অক্টোবর, ২০১৩/২৪ আশ্বিন, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৯ অক্টোবর, ২০১৩ (২৪ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ৪২ নং আইন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের ধারা ৫৪ এর সংশোধন।—তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা (২) এর "অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। ২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) এর "অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের ধারা ৫৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৭ এর উপ-ধারা (২) এর "অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (২) এর "অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের ধারা ৬৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৯ এর উপ-ধারা (১) এর "এবং" শব্দের পরিবর্তে "অথবা" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের ধারা ৭৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (২) এর "এবং" শব্দের পরিবর্তে "অথবা" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের ধারা ৭৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ একই সাথে তদন্ত করা যাইবে না।

(১খ) কোন মামলার তদন্তের যে কোন পর্যায়ে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব—

(ক) পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা

(খ) নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তার, নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সাইবার ট্রাইব্যুনাল, আদেশ দ্বারা, পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।"।

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) ধারা—

(ক) ৫৪, ৫৬, ৫৭, ও ৬১ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable) ও অ-জামিনযোগ্য হইবে; এবং

(খ) ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪ ও ৬৫ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য হইবে।"।

৯। **২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের ধারা ৮০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮০ এর—

(ক) উপান্তটীকার "প্রকাশ্য স্থান, ইত্যাদিতে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) "প্রকাশ্য" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত সকল কাজ কর্ম এবং গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd